রামগতি পৌরসভা কার্যালয়

রামগতি,লক্ষ্মীপুর।

স্থাপিত-২০০০খ্রিঃ

ই-মেইলঃ ramgatipourashova@gmail.com

স্মারক নং-রাপৌ/২০২৪- তারিখঃ ২১/০৩/২০২৪ খ্রিঃ

সভা নং-০৭

টাউন লেভেল কো-অডিনেশন কমিটি (TLCC) সভার কার্য বিবরণীঃ

সভাপতি: এম মেজবাহ উদ্দিন, মেয়র ও সভাপতি, টাউন লেভেল কো-অডিনেশন কমিটি ,রামগতি পৌরসভা,লক্ষ্মীপুর।

তারিখ: ২১/০৩/২০২৪খ্রিঃ

সময়: বেলা ১১.০০ ঘটিকা

স্থান: পৌরসভা সভাকক্ষ

সভার উপস্থিতি:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	পদবী	স্বাক্ষর
১	জনাব এম মেজবাহ উদ্দিন, মেয়র, রামগতি পৌরসভা।	সভাপতি	স্বাক্ষরিত
কাউন্সিলর সদস্য (১২ জন):			
২	জনাব গীতা রানী দাস, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৩	জনাব আকলিমা বেগম, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৪	জনাব নাছিমা বেগম, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর, ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৫	জনাব, মোঃ জয়নাল আবেদীন, কাউন্সিলর, ১নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৬	জনাব তাপস চন্দ্র দাস, কাউন্সিলর, ২নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৭	জনাব নিজাম উদ্দিন, কাউন্সিলর, ৩নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৮	জনাব মোঃ নুর নবী, কাউন্সিলর, ৪নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৯	জনাব শাহাদাত হোসেন, কাউন্সিলর, ৫নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
১০	জনাব মোহাম্মদ নেছার উদ্দিন, কাউন্সিলর, ৬নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
১১	জনাব মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম খন্দকার, কাউন্সিলর, ৭নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
১২	জনাব ছৈয়দ মুর্তাজা আল আমীন, কাউন্সিলর, ৮নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
১৩	জনাব ফারুকুল ইসলাম বাবলু, কাউন্সিলর, ৯নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
সদস্য সচিবঃ			
১৪	জনাব মোঃ কামরুল হাসান, সহকারী প্রকৌশলী, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য-সচিব	স্বাক্ষরিত
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসন, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, গনপূর্ত, সমাজসেবা, সমবায়, বনবিভাগ, টিএন্ডটি) ০৮ জন-			
১৫	উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	------
১৬	জনাব মোঃ শাহ আলম, সহকারী প্রকৌশলী, রিজোনাল কানেক্টিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেট, বাংলাদেশ লেন্ড পোট অর্থরিটি (BLPA),	সদস্য	স্বাক্ষরিত
১৭	জনাব মোঃ আবদুর রহিম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি,রামগতি, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	-------
১৮	জনাব মোঃ মাসুদ, সমাজ সেবা কর্মকর্তা, রামগতি, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	-----
১৯	জনাব মোঃ উল্যা চৌধুরী, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, রামগতি, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২০	জনাব আবদুল বাছেত পাটওয়ারী, রেঞ্জ কর্মকর্তা, বন বিভাগ, রামগতি, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	-----
২১	জনাব তানভীরুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২২	জনাব শিউলি আক্তার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, মহিলা অধিদপ্তর, রামগতি।	সদস্য	-----
২৩	মোঃ কামরুল হাসান,সচিব, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি (১২ জন)			
২৪	জনাব সামছুল বাহার খন্দকার, সভাপতি, আলেকজান্ডার বাজার উন্নয়ন কমিটি, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২৫	জনাব আলহাজ জাহাঙ্গীর আলম তালুকদার, সাধারন সম্পাদক, আলেকজান্ডার বাজার উন্নয়ন কমিটি, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২৬	জনাব সলিল মজুমদার, বিশিষ্ট ব্যাবসায়ি, জমিদার হাট বাজার উন্নয়ন কমিটি, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২৭	জনাব মাহমুদা বেগম, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর, রামগতি পৌরসভা, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২৮	জনাব মোঃরেজাউল হক, সংবাদিক, সভাপতি প্রেসক্লাব, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
২৯	রিনা আক্তার, প্রভাষক, ডাঃ তোফহা-ই-আইউব মহিলা কলেজ, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষরিত
৩০	জনাব রিয়াজ রহমান, প্রধান শিক্ষক, আলেকজান্ডার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।	সদস্য	স্বাক্ষরিত

৩১	জনাব মোঃ মফিজ, প্রধান শিক্ষক, চর সেকান্দর সফিক একাডেমি।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩২	জনাব আজিজুল ইসলাম ফিরোজ, সাবেক প্রধান শিক্ষক,আলেকজান্ডার মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩৩	জনাব রাবেয়া সুলতানা রিথী, সহকারী শিক্ষক, দঃ পূর্ব চরসীতা বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩৪	জনাব পপি রানী কর্মকার, সহকারী শিক্ষক, আলেকজান্ডার মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩৫	বাবু কনক দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ি ও সমাজ সেবক, রামগতি।	সদস্য	স্বাক্ষররিত

পেশাজীবী প্রতিনিধি (শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক) ০৫ জনঃ

৩৬	জনাব এস এম শামীম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩৭	জনাব মুজাহিদ উদ্দিন (সৈকত), অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রামগতি শাখা, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩৮	জনাব মোঃ আমির হোসেন, সাবেক শিক্ষক, রামগতি পৌরসভা, লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৩৯	বাবু মৃনাল নাথ, সাধারণ সম্পাদক, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, রামগতি ।	সদস্য	-----
৪০	কারিমুন নেছা, প্রভাষক, ডাঃ তোফহা-ই-আইউব মহিলা কলেজ, রামগতি।	সদস্য	-----

এনজিও প্রতিনিধি (০৪ জন)

৪১	জনাব জেবুন নাহার, সমন্বয়কারী, এন.আর.ডি.এস, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪২	জনাব গুলশান সুলতানা, স্কুল মোবিলাইজার, ডরপ, রামগতি,লক্ষ্মীপুর।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪৩	নারগিস আক্তার, সমন্বয়কারী, কোডেক, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪৪	স্বপ্না রানী দাস, অঞ্চল সমন্বয়কারী, নিজেরা করি, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি (০৭ জন)

৪৫	মিতা রানী মজুমদার, চরসীতা, ওয়ার্ড নং-০১, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪৬	রিন্টি রানী দাস, চর ডাক্তার, ওয়ার্ড নং-০২, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪৭	সুলতানা বেগম,শিক্ষা গ্রাম, ওয়ার্ড নং-০৮, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪৮	শাহিদা বেগম, শিক্ষাগ্রাম, ওয়ার্ড নং-০৮, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৪৯	কানিজ ফাতেমা, আলেকজান্ডার, ওয়ার্ড নং-০৭, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত
৫০	জনাব নুর নবী কোম্পানী, সবুজ গ্রাম, ওয়ার্ড নং-০৬, রামগতি পৌরসভা।	সদস্য	স্বাক্ষররিত

শহর সমন্বয় কমিটির সভাপতি সভার শুরুতে সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন হইতে তেলোয়াত করেন TLCC কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব ছৈয়দ মুর্তাজা আল আমিন, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৮ এবং পবিত্র গীত পাঠ করে TLCC কমিটির সম্মানিত সদস্য ও রামগতি পৌরসভার সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলর জনাব গীতা রানী দাস। এরপর আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য সভাপতি উক্ত কমিটির সদস্য সচিব জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে অনুরোধ করেন।

সূচী নং	আলোচ্য বিষয়	`আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০১	বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদনঃ	সদস্য সচিব জনাব মোঃ কামরুল হাসান সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী বিগত সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ করে শুনান এবং এতে কোন ধরনের সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।	বিগত ১৭/১২/২০২৪ তারিখের সভার কার্য্য বিবরণীতে কোন ধরনের সংযোজন-বিয়োজন না থাকায় সভার সম্মতিক্রমে তা অনুমোদন হয়।
০২	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা:	সহকারী প্রকৌশলী জনাব কামরুল হাসান সভায় জানান যে, নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাজ বাস্তবায়নের জন্য রামগতি পৌরসভা হতে ২২(বাইশ) টি প্রকল্পের ৩(তিন) টি প্যাকেজ করা হয় এবং সর্বমোট ৩০,৯৭,৯৮,৩৯৯.০২/- টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে (প্রকল্পের কপি সংযুক্ত)। প্রকল্প অনুমোদন হলে দরপত্র আহ্বান করা হবে। তিনি বিষয়টি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আলেকজান্ডার বাজার উন্নয়ন কমিটির সভাপতি জনাব সামছুল বাহার খন্দকার সভায় জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের এখনই সময়। এ সময় প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে না পারলে বর্ষা মৌসুমে সড়কের কাজ বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে এবং জনগণের ভোগান্তি বাড়বে। তিনি যথাসময়ে প্রকল্পের অনুমোদন পেলে দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	সভাপতি মহোদয় সভার সম্মতিক্রমে উত্থাপিত বিষয় সমূহ রেজুলেশন আকারে পৌর পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব কে নির্দেশ প্রদান করেন।

		শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু মুনাল নাথ সভায় জানান যে, নগর পরিচালনার জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সুশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নগরের সুশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিৎ করা গেলে পৌরসভার সকল শ্রেণীর নাগরিকগণ সঠিকভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারবে। পৌরসভার সুনাম বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্ব প্রদানে জনগণের আগ্রহ বাড়বে। তিনি বিষয়গুলো নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য জনাব মিতা রানী মজুমদার সভায় জানান যে, নগরের অবকাঠামো উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যদি সম্পৃক্ততা করা যায় তাহলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং অবকাঠামো উন্নয়ন হবে দেশে বেকারত্বের হার কমবে। তিনি অবকাঠামো উন্নয়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কে সম্পৃক্ততা করনের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষন করেন। এনজিও প্রতিনিধি ও শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য জনাব স্বপ্না রানী দাস ,অঞ্চল সমন্বয়কারী, নিজেরা করি সভায় জানান যে, অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সকল নাগরিকদের অবকাশ যাপন, চিত্তবিনোদন ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র ঘোষণা করা, শিশু পার্ক ও বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা গেলে পৌরসভার সৌন্দর্য বাড়বে, মানুষের রাজস্ব প্রদানে আগ্রহ বাড়বে এবং দেশের ও প্রবৃদ্ধি বাড়বে। শিশু পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র ও পর্যটন এরিয়া বিভিন্ন ধরনের বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মুর্তাজা আল আমিন সভায় জানান যে, নগরের অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।	
০৩	জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে অনুঠিতব্য WLCC সভার সিদ্ধান্ত সমূহ নিয়ে আলোচনাঃ	শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কামরুল হাসান সভায় জানান যে, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ-২০২৪ মাসের রামগতি পৌরসভার ০৯টি ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির (WLCC) সিদ্ধান্তসমূহ উক্ত সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। সিদ্ধান্ত সমূহ হল ১) ১নং ওয়ার্ডের কালু মাঝি সড়কের শেষ অংশ হইতে খরুল্লা খাল পর্যন্ত কাঁচা সড়ক নির্মাণ কাজ, ২) কিল্লা সড়কের শাখা সড়কের ফুটানি বাড়িসহ সইজুল মেস্তরী সড়ক মাটি দ্বারা সংস্কার কাজ, ৩) জলবদ্ধতা নিরসনে মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম সড়ক হইতে দক্ষিণ দিকে কিল্লা সড়ক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজ, ৪) ২ নং ওয়ার্ডে এনায়েতুল্লাহ মুন্সি সড়কের উন্নয়ন কাজ, ৫) জলাবদ্ধতা নিরসনে ২নং ওয়ার্ডে ড্রেন নির্মাণ কাজ, ৬) ৩ নং ওয়ার্ডের কাঁচা সড়ক গুলো জরুরি ভিত্তিতে উন্নয়ন কাজ	সভাপতি মহোদয় সভার সম্মতিক্রমে উথাপিত বিষয় সমূহ রেজুলেশন আকারে পৌর পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব কে নির্দেশ প্রদান করেন।

		করা প্রয়োজন, ৭) ডেঙ্গু মশার লাভা নিয়ন্ত্রণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করণ ও লাভা নিয়ন্ত্রণে মশার ঔষধ স্প্রে করণ, ৮) ৪নং ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক গুলো জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করণ এবং BMWSSP-প্রকল্পের হাউজ হোল্ড টয়লেট গুলোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করণ, ৯) ৬নং ওয়ার্ডের কাঁচা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক গুলো নির্মাণ পুনঃ নির্মাণ করা, ১০) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ভিজিএফ, ভিজিডি ও টিসিবির পণ্য সঠিকভাবে বিতরণ করা, ১১) ৭ নং ওয়ার্ডে খন্দকার সড়ক, মাদ্রাসা সড়ক ও মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন সড়কের বেশ কিছু অংশের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা, ১২) মেঘনা নদীর তীরবর্তী বেড়ী বাঁধ এলাকায় পুলিশের টল জোরদার করণ, ১৩) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ভাতাভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করণ, ১৪) ৮নং ওয়ার্ডের জান্নাত সড়ক আরসিসি দ্বারা সংস্কার ও বাস্তবায়ন, ১৫) টিএন্ডটি সড়ক ও আলামিন সড়কের কাজ দ্রুত উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন, ১৬) পানি সরবরাহের জন্য গ্রাহক নিবন্ধন, ১৭) ৯ নং ওয়ার্ডে কাঁচা ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক গুলো দ্রুত উন্নয়ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন, ১৮) দরিদ্র অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বিষয়গুলো নিয়ে সভাপতির মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য জনাব রিয়াজ রহমান, প্রধান শিক্ষক, আলেকজান্ডার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সভায় জানান যে, প্রত্যেক ওয়ার্ডে কম বেশি কাঁচা ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক রয়েছে এবং মানুষ পরিকল্পনা বিহীন বাড়িঘর নির্মাণ করছে। যার কারণে অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌরসভার কাঁচা ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সমূহ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং জলবদ্ধতা নিরসনে ছোট বড় খাল, কাঁচাপাকা ড্রেন সংস্কার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিনিধি ও শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য জনাব কারিমুন নেছা, প্রভাষক, ডাঃ তোফহা-ই-আইউব মহিলা কলেজ সভায় জানান যে, পৌরসভার মূল কাজ হলো অবকাঠামো উন্নয়ন। জলাবদ্ধতা নিরসনে পয়ঃ নিষ্কাশন সহ পরিষ্কার পরিছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য মশার ওষুধ স্প্রে করণ অতিব জরুরী। তিনি উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষন করেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য জনাব সুলতানা বেগম সভায় জানান যে, পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বেশ কিছু অংশের জনগণ এখনো দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ও পৌরসভার সকল উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।	

		শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও রামগতি সাংবাদিক ইউনিটের সভাপতি জনাব রেজাউল করিম সভায় জানান যে, পৌর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সমূহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবের সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব ছৈয়দ মুর্তাজা আল আমিন সভায় জানান যে, আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বে পৌরসভার সকল ওয়ার্ডের উন্নয়ন মূলক কাজগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কল্পে অন্তর্বর্তীকালীন এ্যাসেসমেন্ট, নতুন নতুন রাজস্ব খাত সৃষ্টি এবং রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবের সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও প্যানেল মেয়র-১ জনাব শাহাদাৎ হোসেন সভায় জানান যে, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির উথাপিত প্রস্তাব গুলো সরজমিনে পরিমাপ করে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী PDP অনুসরণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত করে বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনাব গীতা রানী দাস সভায় জানান যে, রামগতি পৌরসভার যে সকল ওয়ার্ডে কাঁচা ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক রয়েছে সেই সকল সড়ক গুলো এবং বিশেষ করে ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পৌরসভার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উত্তর প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।	
	জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে অনুঠিতব্য STC সভার সিদ্ধান্ত সমূহ নিয়ে আলোচনাঃ	সহকারী প্রকৌশলী জনাব কামরুল হাসান সবাই জানান যে গত ০৩/০৩/২০২৪ তারিখে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ০২/০৯/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিতব্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির, ০৩/০৩/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ২৯/০২/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত বাজার মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, ২৭/০২/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিতব্য নগর পরিচালন ও নাগরিক সেবা উন্নয়ন কমিটি, ২৫/০২/২০২৪ মাসে কর আদায় ও নিরুপন কমিটি, ০৪/০৩/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিতব্য স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সভা এবং ০৪/০৩/২০২৪ তারিখে দারিদ্র্য নিরুসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বা সুপারিসমালা উপস্থাপন করা হয় । যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: ১) পৌরসভার সকল অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ডাটাবেজ ও ম্যাপ তৈরি করা, ২) পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা, ৩) নারী ও শিশুসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ	সভাপতি মহোদয় সভার সম্মতিক্রমে উথাপিত বিষয় সমূহ রেজুলেশন আকারে পৌর পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব কে নির্দেশ প্রদান করেন।

করা, ৪) শিশুদের জন্য খেলার মাঠ ও বিনোদন কেন্দ্র বা পার্ক নির্মাণ করা, ৫) পৌর এলাকার বিভিন্ন পুকুর, জলাধার ও নিম্নাঞ্চল সমূহ পুনরুদ্ধার সম্পর্কে আলোচনা, ৬) গবাদি পশু হাঁস-মুরগি এবং মাছের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা, ৭) বিভিন্ন বাজারের নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সামগ্রির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা, ৮) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিয়ে আলোচনা, ৯) কর আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্পর্কে আলোচনা করাহয়। উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য সাবেক মহিলা কাউন্সিলর জনাব মাহমুদা বেগম সভায় জানান যে, পৌরসভার সকল অবকাঠামোর সঠিক ইনভেন্টরি থাকা প্রয়োজন এতে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া পৌরসভার জন্য প্রণীত মাস্টারপ্ল্যান সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনা ও মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।

শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব তাপস চন্দ্র দাস সভায় জানান যে, নারী ও শিশুসহ পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেমন: শিশুদের জন্য খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র বা পার্ক নির্মাণ করা গেলে এই জনগোষ্ঠীর উপকার হবে এবং পৌরসভার রাজস্ব আয় বাড়বে। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।

শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনাব গীতা রানী দাস সভায় জানান যে, দেশের মোট জনসংখ্যার অধেকের বেশী নারী। কিন্তু নারীরা উন্নয়ন মূল্যক বিভিন্ন কাজে তাদের আনুপাতিক অংশ গ্রহণ খুবেই কম। তিনি পৌরসভার সকল উন্নয়ন মূল্যক কাজে নারীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিৎ করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।

শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ নেছার উদ্দিন সভায় জানেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকা সত্ত্বে ও কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট তৈরি করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে আসছে। তিনি দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির মহোদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবের সবাই একমত পোষণ করেন।

		শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনাব নাছিমা বেগম সভায় জানান যে, পৌর এলাকার বিভিন্ন পুকুর, জলাধার ও নিম্নাঞ্চল সমূহ কতিপয় অসাধু লোক জন দখল আরে আসছে। তিনিই দখলদারদের উচ্ছেদ ও সরকারি ভূমি পুনরুদ্ধার ও গবাদি পশু হাসমুরগি এবং মাছের বিভিন্ন রোগ বালাই প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষন করে। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব ছৈয়দ মুর্তাজা আল আমিন সভায় জানান যে, পৌরসভা রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে এবং পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিৎ করার লক্ষ্যে সকল প্রকার আদায়ের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন।	
০৪	LGCRRP প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনাঃ	শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ও রামগতি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ কামরুল হাসান সভায় জানান যে, LGCRRP প্রকল্পের আওতায় রামগতি পৌরসভার কাঁচা বাজার সংলগ্ন কিচেন মার্কেট নির্মাণ কাজটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া ও উক্ত প্রকল্পের দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য আল আমিন মার্কেটের পুড়ে যাওয়ার স্থানে ২য় কিচেন মার্কেট টি নির্মাণ করা নিমিত্তে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তো অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম কিচেন মার্কেটিং নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় দ্বিতীয় মার্কেটির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবের সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ দিদারুল ইসলাম খন্দকার সভায় জানান যে, বাজার সংলগ্ন কাঁচা বাজারে কিচেন মার্কেট নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফসল। আলেকজান্ডার বাজারের মাছ বাজার সংলগ্ন কিচেন মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কতিপয় কিছু দুঃস্কৃতির কারণে উক্ত কাজটি বর্তমানে বন্ধ আছে এবং কাজটি সমাপ্ত করতে না পারলে প্রকল্প অফিস উক্ত প্রকল্পের বরাদ্দ বাতিল করতে পারে। আর সেই ক্ষেত্রে পুরো প্রকল্পের কাজ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব নিজাম উদ্দিন সভায় জানান যে, ৩নং ওয়ার্ডের রৌশন আলী জামে মসজিদের পুকুর সংলগ্ন আরসিসি প্যালাসাটিং কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি জনাব পপি রানী কর্মকার সভায় জানান যে, কোভিড-১৯ রিকোভারি প্রজেক্টে কর্মহীন মানুষের কল্যাণে নারী পুরুষের সমন্বয়ে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জনাব রিন্টি রানী দাস সভাই জানান যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে হলেও বাস্তবিক অর্থে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কারো এখানে কিছু করার থাকে না। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	সভাপতি মহোদয় সভার সম্মতিক্রমে উত্থাপিত বিষয় সমূহ রেজুলেশন আকারে পৌর পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব কে নির্দেশ প্রদান করেন।

০৫	জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনাঃ	শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুল হাসান সভায় জানান যে, জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছেন এবং এর কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন প্রকল্পের নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব ছৈয়দ মুর্তাজা আল আমিন সভায় জানান যে, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে নারীদের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া পুঁজি গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বহুমুখী আয় বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় নারীদেরকে সহায়তা দিচ্ছে সরকার। তিনি কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ, নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবের সবাই একমত পোষণ করেন। শহর সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জনাব কানিজ ফাতেমা সভায় জানান যে, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ভাগ নারী। কিন্তু দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড বা কর্মক্ষেত্র নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সকল কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন। সর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি জনাব আমির হোসেন সভায় জানান যে, জেন্ডার সমতা কৌশলের দশটি ক্ষেত্র রয়েছে ক্ষেত্রগুলো হল ১) নীতি অনুসরণ ২) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ৩) প্রকল্পের পরিকল্পনা ৪) অবকাঠামো উন্নয়ন ৫) কর্মসংস্থান ও সম্পর্কের সময় সুযোগ ৬) কর্মপরিবেশ ৭) প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিশেষ কার্যক্রম ৮) অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ৯) তথ্য সংরক্ষক পরিপেক্ষ মূল্যায়ন ১০) অর্থায়ন। তিনি জানার উক্ত ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব। তিনি বিষয়গুলো নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উত্তর প্রস্তাবের সবাই একমত পোষণ করেন।	
০৬	অভিযোগ নিরুসন ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনাঃ	শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ও পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ কামরুল হাসান সভায় জানান যে, স্থানীয় সরকারের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা অফিসে অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির বিষয়টি তদারকি করার জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। তারই আলোকে বা সেই সব ক্ষেত্রে নিজ অফিসে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ পর্যালোচনা অভিযোগ উদ্ভবের কারন সনাক্ত করণ ও করনীয় নির্ধারণে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন ।	সভাপতি মহোদয় সভার সম্মতিক্রমে উত্থাপিত বিষয় সমূহ রেজুলেশন আকারে পৌর পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য সদস্য সচিব কে নির্দেশ প্রদান করেন।

		শহর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর জনাব গীতা রানী দাস সভায় জানান যে, পৌর এলাকার সাধারণ নাগরিকগণ যে কোন সময় অভিযোগ দাখিল করে থাকে এবং পৌর পরিষদ কর্তৃক তা নিস্পত্তি হয়ে থাকে। এছাড়া ও নিজ কর্ম ক্ষেত্রে লেবার ফাংকসানে ও বিভিন্ন কর্ম পরিবেশে নারী পুরুষের তেমন অভিযোগ পরিলক্ষিত হয় না। এবং অভিযোগকারী অভিযোগ দাখিল করতে সাহস পান না। তিনি বিষয়টি নিয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উক্ত প্রস্তাবে সবাই একমত পোষণ করেন ।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এম মেজবাহ উদ্দিন)
সভাপতি
টাউন লেভেল কো-অডিনেশন কমিটি (TLCC)
ও
মেয়র
রামগতি পৌরসভা,লক্ষ্মীপুর।